ত্রিমূর্ত্তি

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মিনার্ভা-থিয়েটারে অভিনীত

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

প্রকাশক—
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,-এ, বি,-এল
হিন্দু লাইব্রেরী
পোঃ মল্লিকপুর যশোহর

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩।এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

আমার—ত্রিমূর্ত্তি,

ধীরেন, পুলিন ও বারীন—

এই ত্রিমূর্ত্তির হাতে

স্নেহের দান

—

মিনার্ভায়—

সত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ।
প্রযোজক	...	" কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস সি।
রিহার্শেল মাষ্টার	...	" মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু)।
মঞ্চশিল্পী	...	" পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)।
স্মারক	...	" জ্ঞানরঞ্জন বসু।

প্রথম অভিনয় রজনীর নট-নটী

অপরূপ	...	শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে।
অনাদি	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
অনন্ত	...	শ্রীপ্রভাত চন্দ্র সিংহ।
অব্যয়	...	শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মহেশ্বর পঞ্চতীর্থ	...	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়।
তর্কচঞ্চু	...	শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
বৃদ্ধ গায়ক	...	শ্রীযুগল কিশোর পাল।
১ম ব্যক্তি	...	শ্রীযুগল চন্দ্র দে।
২য় ব্যক্তি	...	শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দোপাধ্যায়।
অপরূপ-গৃহিনী	...	শ্রীমতী কুমুদিনী।
সুবাসিনী	...	" নবতারা।
সুহাসিনী	...	" দুনিয়াবালা।
পদিপিশি	...	" নগেন্দ্রবালা।
১ম বিধবা ভগ্নী	...	" ঊশাবতী (পটল)।
২য় " কন্যা	...	" রেণুবালা (সুখ)।
সধবা-বৌ	...	" রাণীসুন্দরী।
বিধবা-বৌ	...	" সন্তোষকুমারী [তেলেনা]
সধবা-মা	...	" মতিবালা।
বিধবা-মা	...	" শরৎসুন্দরী।

প্রথম দৃশ্য

কলেজ হোষ্টেল

অনাদি—যদি দেশের দুর্দ্দশা দূর করতে চাও—তা'হলে কৃষিকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ কর। Bengal is the granary of the world—বঙ্গদেশ পৃথিবীর শস্যাগার! আজ সেই বাংলার অধিবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে! এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হ'তে পারে?

অনন্ত—শোন অনাদি! আসল কথা হচ্ছে—আমরা একটা dying race অর্থাৎ মরণোন্মুখ জাতি! মৃত্যু আজ নানা মূর্ত্তিতে এসে আমাদের জরাজীর্ণ দরজা-জানালায় টোকা মার্‌ছে! আমাদের বংশলোপ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছে! অতএব আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির

উপায় উদ্ভাবন করা—আজকাল এদেশে ব্যাচিলারী বা অবিবাহিত জীবনযাপনের যে একটা হুজুগ দেখ্‌তে পাও—That's a very unwise step—a very dangerous thing! অতএব অবিবাহিত থাকা তো চল্‌তেই পারে না—বরং বহু বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াই উচিত। প্রত্যেক বাঙালী আজ অন্ততঃ দু'টি করে বিবাহ করতে বাধ্য হোক্! তার একটি সধবা স্ত্রী—আর একটি বিধবা স্ত্রী!

অব্যয়—ও সব বাজে কথা রেখে দাও। চাই—স্ত্রী-শিক্ষা! এবং স্ত্রী-জাতির স্বাধীনতা! "না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না!"

অনাদি—কিন্তু ভায়া বুঝে দেখ—ভারত-ললনারা তো জাগ্‌লেন—জেগে উঠে দেখ্‌লেন—ঘরে চাল নেই, আল্‌নায় বস্ত্র নেই, গায়ে গহনা নেই, বাক্সে এসেন্স নেই! অতএব তখনি ন্যাক-সুরে কান্না সুরু হ'ল! ঘরে ঘরে মড়া-কান্না! পুরুষের জীবন দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠ্‌ল—যে পঞ্চাশ বছর বাঁচ্‌তো—ত্রিশ বছরেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি! তার চেয়ে ভারত-ললনারা যে ভাবে ঘুমিয়ে আছেন, ঠিক সেই ভাবেই আরো দু'চার দিন থাকুন না? তোমরা, পুরুষেরা, এই ফাঁকে—কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ কর—শস্য-সম্ভারে গোলাঘরটা ভর্ত্তি হয়ে উঠুক! তখন তাঁরা জেগে উঠে হাসিমুখে কথা কইবেন—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত গহনা পরিয়ে দিলেই পতিভক্তির মাত্রা অসম্ভব বেড়ে যাবে। আমি Self-supporting না হয়ে বিবাহই করবো না।

অনন্ত—আঃ শোন। একটা কথা তোমরা মোটেই ভাব্‌ছ না।

কৃষিকার্য্য তো করবে! কিন্তু লেবার কই? পল্লী-অঞ্চল আজ জনশূন্য—শস্যশ্যামলা বাঙ্‌লা আজ শ্রীহীন নির্জ্জন অরণ্যে পরিণত হয়ে উঠেছে। অতএব সবাই অন্ততঃ দুটি করে বিবাহ কর—একটি সধবা স্ত্রী আর একটি বিধবা স্ত্রী! Multiply your numerical strength and that is the order of the day.

অব্যয়—Nonsense! একাধিক বিবাহের প্রস্তাব অমার্জ্জনীয় বর্ব্বরতা! অসভ্য আদিম যুগের ব্যবস্থা! শিক্ষিতা স্ত্রী মাত্রেই এ প্রস্তাব শুন্‌লে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়্‌বেন—তাঁদের কুসুমকোমল স্থিতিস্থাপক বক্ষদেশ রুদ্ধ আবেগে স্ফীত হ'য়ে, রবার টায়ারের মত হঠাৎ ফট্‌ করে ফেটে যাবে!

অনন্ত—শোন অব্যয়! তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পারছ না যে, স্ত্রী-জাতির প্রতি এটা তোমার সহানুভূতি না শত্রুতা! সপত্নী-বিদ্বেষে আপাততঃ তারা একটু চোখের জল ফেল্‌তেও পারেন কিন্তু পরিণাম বড় সুখকর। যে দেশের অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক বিধবা বেশে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে অনাবশ্যক ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করছে—আর বাকি অর্দ্ধেকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্তান-প্রসবের গুরু দায়িত্ব; সে দেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা দিনদিনই বেড়ে যাবে। আমার মনে হয়—একটা পুরুষের পক্ষে একটা স্ত্রী পর্য্যাপ্ত নয়। তা'তে করে, হয় সেই স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি আর না হয়, সেই পুরুষের চরিত্র-দোষ ঘটবেই! একটা অবলা স্ত্রীলোককে বাধ্য করা হবে আট-দশটা সন্তানের জননী হতে? Criminal! এ জাতকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও!

অব্যয়—যাও, যাও। ও সব বাজে বকামো রেখে দাও। স্ত্রী-জাতি যদি শিক্ষিতা হ'য়ে ওঠে, স্বাধীনা হয়ে ওঠে—তা'হলে নিশ্চয়ই তারা বহু সন্তানের জননী হ'তে প্রস্তুত হবে না।

অনন্ত—জানি না ভায়া! স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অর্থে তুমি কি বোঝ। তার অর্থ যদি এই হয় যে—পুরুষের অধীনতা একেবারেই অস্বীকার করা, তা'হলে তো ভয়ানক বিপদ। কি বল অনাদি! তখন তোমার কৃষিকার্য্য যে একেবারেই অচল!

(অপরূপের প্রবেশ)

অনাদি—কে আপনি? কি চাই আপনার?

অপরূপ—বাবা সকল! তোমরা তামাক-টামাক খেয়ে থাকো—হুঁকো-কল্‌কে আছে এখানে?

অব্যয়—Nasty thing! না মশাই আমরা তামাক খাই না, আমরা সিগারেট খাই!

অপরূপ—বেশ, বেশ, তা হলে— (স্বগত) হুঁ এটী তো দেখছি—নিবারণ বাবুর ছেলে—সম্পর্কে আমার শালার শালা! আচ্ছা! বাছাধন—তোমাকেই একবার দেখা যাক্। তোমার বাবা আমাকে পাঁচহাজারী ফর্দ্দ দেখিয়েছেন—আমি তাঁকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ না দেখিয়ে ছাড়বো না।

(ব্যাগ হইতে হুঁকো কল্‌কে বাহির করিয়া হাতে গাঁজা টিপিতে আরম্ভ করিলেন।)

অনন্ত—ওকি মশাই! আপনি যে গাঁজা টিপছেন, কিন্তু এখানে কেন? এটা যে হোষ্টেল!

অপরূপ—হোটেল শুনেই তো ঢুকেছি, বাবা! তোমরা অত চড়া-চড়া কথা বল্‌ছো কেন? তোমরাও পয়সা দেও—আমিও দেব। তোমরা তো হোটেলওয়ালার নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ক'টী নও যে এই আগন্তুক লোকটাকে দেখেই চ'টে যাচ্ছ? শোন বাবা! আমি একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ। পাত্রের খোঁজে বেরিয়েছি। আমার নাম শ্রীঅপরূপ দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য—নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে।

অনাদি—কিরূপ পাত্র চাই আপনার?

অপরূপ—রূপের কোন রকমারি চাই না বাবা! রূপচাঁদের দাবীটা বেশী না থাক্‌লেই বাঁচি।

অনন্ত—কি আশ্চর্য্য! কন্যাসম্প্রদান করবেন, অথচ পাত্রটির রূপগুণ কিছুই দেখ্‌বেন না?

অপরূপ—কি আর দেখ্‌বো বাবা! দাতগুণে বয়স দেখ্‌তে গেলেই—দাও টাকা! কদমে ভাল কি দৌড়ে ভাল?—দাও টাকা! তাই ঠিক করেছি—মাত্র দুটো জিনিষ দেখ্‌বো—এক জাত্যন্তর না ঘটে—আর পাত্রটি যে পুরুষ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ না থাকে। আপনারা?—মহাশয়েরা?

অনন্ত—আমি উগ্র ক্ষত্রিয়, ইনি ব্রাহ্মণ আর উনি বৈশ্য!

অপরূপ—ইনি ব্রাহ্মণ? তোমার নামটি কি বাপধন? বিবাহটা কি হয়েছে?

অব্যয়—আমার নাম শ্রীঅব্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরূপ—বাঃ বেশ নাম। তারপর?

অব্যয়—তারপর আর কি? আমি অবিবাহিত বটে, কিন্তু বিবাহ করবো না।

অপরূপ—কারণ ? আজকালকার ছেলেরা তো ছোট মেয়ে বিয়ে করতে চায় না ?—তা' সে বিষয়ে আমার কোন ত্রুটী নেই—আমার মেয়ের বয়স এই আঠার বছর—দেখ্‌লেই পছন্দ হবে !

অনাদি—আপনার মেয়েটী ইয়ে, লেখাপড়া জানে ?

অপরূপ—তার বাপের চেয়ে অনেক বেশী জানে—তবে, যার সঙ্গে বিবাহ হবে তার চেয়ে বেশী জানে কিনা, সেটা তো বিবাহের পরে ছাড়া বুঝবার উপায় নেই।

অনন্ত—আপনার মেয়ে ক'টি, মশাই !

অপরূপ—(গুনিয়া) একুনে এগারটি !

অনন্ত—স্ত্রী ?

অপরূপ—একটি।

অনন্ত—Horrible ! একটি স্ত্রী—এগারটি সন্তানের গর্ভধারিণী ! শুনেছ অনাদি ! শুনেছ অব্যয় !

অনাদি—সব ক'টি মেয়ে ?—কী দুর্ভাগ্য এই ভদ্র লোকের !

অব্যয়—ভাগ্যবান্ ! কিন্তু অশিক্ষিত গেঁজেল বলেই, বোধ হয় মেয়ে গুলিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে না। আচ্ছা, আপনার গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় আছে ?

অপরূপ—বালক-বিদ্যালয় নেই তার আবার বালিকা-বিদ্যালয়।

অব্যয়—চাষার দেশ !

অনাদি—Very well ! চাষা মানে, যারা চাষ করে—কৃষিকার্য্য জানে। এরাই তো Back-bones of Bengal !

অনন্ত—Yes, but bones without flesh and blood ! একটা স্ত্রীকে অতগুলি সন্তানের জননী হ'তে বাধ্য ক'রলে দুর্ব্বল স্ত্রীশিশুর সংখ্যাই বেড়ে যাবে—একটা পুরুষ লোককে

এগারোটা কন্যার পিতা যে হতেই হবে—চরিত্রহীন হতেই হবে—মদ-গাঁজা খেতেই হবে—

অব্যয়—শুনুন মহাশয়! বড় দিনের বন্ধে আমি আপনাদের দেশে যাব—আপনাদের গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলতে চাই!

অপরূপ—যে আজ্ঞে।

অনাদি—আমিও যাব। Scientific agriculture করলেই—আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়ে উঠ্‌বে!

অপরূপ—যে আজ্ঞে। আর আপনি?

অনন্ত—হাঁ আমিও যাব। তবে, আপনাকে আর একটা বিবাহ করতে হবে।

অপরূপ—কার জন্যে?

অনন্ত—আপনার নিজের জন্যে। বছরে আপনার একটি করে সন্তান হচ্ছে—আর একটি বিবাহ না করলে—আপনাকে Cruelty to animal section এ ফেলে Criminally prosecute করা হবে।

অপরূপ—একটু সরে দাড়িয়ে কথা বলো বাবা! তুমি ভারি রোকালো ছেলে দেখ্‌তে পাচ্ছি - উগ্র ক্ষত্রিয় কিনা—তোমার বোকটা এদের চেয়ে একটু বেশী হওয়া খুবই স্বাভাবিক! কিন্তু বাবাজি! বাষাট্টি বছরে যা'রা বিবাহ করে, তা'রা নাতিদের জন্যে ছাড়া নিজের জন্যে তো করে না?

অনন্ত—আপনি কত বছর বয়সে বিবাহ করেছেন?

অপরূপ—সেটা ঠিক মনে নেই—তবে বিবাহের সাত-আট মাস পরেই আমার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হন—তার বয়স এখন এই আঠার বছর।

অনন্ত—বলেন কি? সাত-আট মাস পরেই!

অপরূপ—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরকম হয়ে থাকে। আমার স্ত্রী বলেন—বড় মেয়েটী তাঁর আঁটাশে!

অনন্ত—Horrible!

অপরূপ—অত হরিবোল দিওনা, বাবাজি! বিবাহ তো এখনো করনি? বিবাহ হলেই বুঝবে—ও সম্বন্ধে স্ত্রী যা বলেন তাই মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

অনন্ত—আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটির বয়স কত?

অপরূপ—সবে তিন মাস!

অনন্ত—তা'হলে আপনাকে আর একটা বিবাহ করতেই হবে।

অপরূপ—হুঁ! আচ্ছা বাবাজি! তাতে করে যে আমার বর্ত্তমান স্ত্রীর কন্যাপ্রসব বন্ধ থাক্‌বে—তার কি নিশ্চয়তা আছে?

অনন্ত—Horrible!

অপরূপ—আবার হরিবোল! নাঃ! অন্য হোটেল দেখ—কেবল হরিবোল! হরিবোল! কেন? ধেৎ—

(জিনিষ পত্র গুছাইয়া প্রস্থানোদ্যত।)

অনাদি—যাচ্ছেন কোথায়? স্নানাহার করুন এখানে।

অপরূপ—"কড়ি দিয়ে কিন্‌বো দই—গোয়াল্‌নি আমার কিসের সই?" হোটেলওয়ালী কি আমার দুটো পয়সা কম নেবে—? তোমরা আমার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করছ—শেষে হয় ত ব'লে বসবে—তুমি বামুনের ছেলেই নও—মা-বাপকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে পার তোমরা, তার আগেই সরে পড়ি বাবা!

অনন্ত—না, আপনাকে আমরা আর কিছুই বল্‌বো না। শুনুন

মশাই—এটা হোটেল নয়—এটা একটা হোষ্টেল! এখানে বাইরের লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই—তবে আপনি আজ আমাদের friend—আপনার পয়সা লাগবে না।

অপরূপ—(জিব্ কাটিয়া) ফ্রেণ্ড! বলে কি? সেই friendship! এরা কদ্‌বাক্য বল্‌তে আরম্ভ করলো যে! ইংরাজি জানিনা ব'লে কি, কিছুই জানিনা? যাক্ পয়সা যখন লাগবে না তখন friendship করতে চায় করুক! তা'হলে একটু তেল দাও বাবাজি—আর পায়খানাটাও একবার দেখিয়ে দাও—

(অনন্ত যথাদেশ ব্যবস্থা করিতে লাগিল।)

অব্যয়—যদি দেশকে উন্নত করতে চাও—তা'হলে Back to Villages! চল আমরা তিনজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ি, ঐ অশিক্ষিত পল্লী-অঞ্চলে—যেখানে একটি বাপের এগারটি মেয়ে গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে—

অনাদি—যেখানে কর্ষণোপযোগী উর্ব্বর জমিজমা থাক্‌তেও মানুষ উপবাসে দিন কাটাচ্ছে—

অনন্ত—যেখানে বিধবারা মুটিয়ে যাচ্ছে—আর সধবারা শুকিয়ে যাচ্ছে এগারটি সন্তান-প্রসবের অন্যায় বেদনা সহ্য ক'রে—!

(অপরূপের পুণঃপ্রবেশ)

অপরূপ—সেই দুঃখে তো তোমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে—কিন্তু আমাকে যে পায়খানা বলে ঠাকুরঘরটি দেখিয়ে দিয়ে এলে হে! —ভাগ্যে আমি শিবের গৌরীপীঠ চিনি, নইলে মলত্যাগ হয়েছিল আর কি!

অনন্ত—সে কি কথা মশাই! ওটা ঠাকুরঘর আপনাকে কে বল্‌লে?

অপরূপ—পায়খানা হ'লে তো সেখানে মলমূত্র থাক্‌বে? ওযে চকচকে ঝক্‌ঝকে শ্বেত-পাথরের গৌরীপীঠ! তারপর, উপরের একটা ঝোলা শিকল ধরে যেই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—আর অমনি দেবী জাগ্রতা হ'য়ে উঠেছেন—কল্ কল্ খল্ খল্ সেকি শব্দরে বাবা! ইংরেজী লেখাপড়া শিখে তোমরা তো কিছুই মান না! যাক্ ঐ ঠাকুর ঘরই যদি তোমাদের পায়খানা হয়, তবে হোক্—আমি ঐ মাঠে যাই—

অব্যয়—মাঠে যাবেন কি? ওটা একটা পার্ক! ওখানে মলত্যাগ করলেই পুলিশে ধরবে—

অপরূপ—রেখে দাও ওসব বাজে কথা—দেশে দারোগার চোখের ওপর থানার মাঠে আমরা দু'বেলা যাচ্ছি—তা'তে দারোগা কিছু বলে না—এখানে পুলিশে ধরবে? আচ্ছা, সে আমি বুঝবো—আমাকে বাঙ্গাল ঠাউরেছ কিনা? (প্রস্থান)

অনন্ত অসভ্য জানোয়ারটাকে ফেরাও কিন্তু—

অনাদি—ও মশাই—শুনুন—শুনুন—

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লীগ্রামের জনসভা

একজন—আমি প্রস্তাব করি—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহেশ্বর পঞ্চতীর্থ মহাশয় অদ্যকার এই গ্রামোন্নতি-বিধায়িনী সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন।

অপরূপ—আমি এই প্রস্তাব অন্তরের সঙ্গে অনুমোদন করি।

মহেশ্বর—হ্যাঁ হ্যাঁ—অযোগ্য পাত্রে—তা' যখন আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ (আসন গ্রহণ) আরম্ভ-সঙ্গীত হোক্—

একটি অতি বৃদ্ধ গান ধরিলেন——

যদিও বালক মোরা সামান্য তো নইরে
আমরা দেশের আশা মনে রেখো ভাইরে!

অব্যয়—(বাধা দিয়া) বসুন মশাই! খুব হয়েছে—একটা ছেলে-ছোক্‌রা জুটল না আপনাদের? এই বুড়োমানুষটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—"যদিও বালক মোরা—(ভেঙ্গাইয়া গাইলেন।) বসুন আপনি—

গায়ক—কেন মশাই? আমি এই সভায় উপস্থিত থাক্‌তে একটা বালকে গান করবে?—দেশে-বিদেশে আমার গানের সুখ্যাতি আছে—রেকর্ডে আমার গান আছে—

অনন্ত—আঃ বসুন, বসুন—

গায়ক—কক্‌খনো না—"যদিও বালক মোরা—তারা মা!

অনাদি—দেখুন মশাই! আপনি বালক নন্। অশীতিপর বৃদ্ধ আপনি—আপনার মুখে ও গানটা—

গায়ক—আচ্ছা, তবে আর একটা গাচ্ছি—"তারা! তোমার ভরসা বল কে করে? যদি আপনারি কর্ম্মফল ফলিবে আমারে—কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি। যদি শমন সঙ্কট-ভয় না থাকত নরে—

(সকলে টানাটানি করিয়া বসাইতে চেষ্টা,
তবুও গান চলিল।)

অব্যয়—চুপ্ চুপ্—order! order!

সভাপতি—তিনজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক—দয়া ক'রে আপনাদের এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন—তাঁহাদের বক্তৃতা আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। বলুন আপনি—

অব্যয়—পল্লীবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ ও সভাপতি মহাশয়! আমি বক্তৃতা করিতে জানি না, বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা ও অভ্যাস আমার নাই। ভাষার দৈন্যে ও ভাবের অভাবে আজ এই বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া আমি নিতান্তই উপহাসিত হইব—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তথাপি আমার বিশ্বাস, যেহেতু আপনারা সকলেই আমাকে ভয়ানক স্নেহ করিয়াছেন—সে হেতু লজ্জা পাইব না—ইহা আশা করিতে পারি।

অপরূপ—(পাখার বাতাস করিতে করিতে) বাবাজি! তুমি ব'সো। আমিই সবাইকে তোমার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দি'—তোমার যেরূপ ক্লেশ হচ্ছে—

অব্যয়—কি মূর্খ আপনি! আমি যদি পাঁচশো বারও বলি—আমার ভাষায় দৈন্য আছে, ভাবের অভাব আছে—তা কি

আপনাদের বিশ্বাস করা উচিত ? এই দৈন্য ও অভাবের স্বীকারোক্তির মধ্যেই যে আমার ভাষার স্বচ্ছলতা ও ভাবের প্রাচুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে ! আমি শ্রীমান অব্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়—ফোর্থ ইয়ারে পড়ি—মাসিক পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হয়—সাপ্তাহিকে আমি প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি—আমার ভাষার দৈন্য ও ভাবের অভাব ? কলিকাতার সহস্র সহস্র শ্রোতা আমার বক্তৃতা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকে !

গায়ক—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার !" ইতিপূর্ব্বেই তা' প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন দুঃখ কেন বাপধন !

অব্যয়—শুনুন। আপনারা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবেন—আমি আজ আপনাদের সুমুখে যে বিষয়টি উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—বাঙালী জাতির সমস্ত অভাব-অভিযোগের মূলীভূত কারণ যে বিষয়—আপনারা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবেন—দারিদ্রনিপীড়িত এই বঙ্গদেশের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনার ফলে—যে বিষয়টা আজ শিক্ষিত সমাজের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—আপনারা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবেন—যে বিষয়ের প্রতীকার না হইলে—এই বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধনোপযোগী যে কোন একটি ক্ষুদ্র চেষ্টাও সফল হইবে না— (করতালিধ্বনী)

অব্যয়—(চশমাটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, রুমাল বাহির করিয়া ঘর্ম্ম মুছিলেন।)

অপরূপ—বাবাজি ! এক গ্লাস জল খেয়ে নেবে ?

অব্যয়—এখানে চা পাওয়া যায়? এক কাপ্ চা!

(একটা আনী ফেলিয়া দিলেন অপরূপ ট্যাঁকে গুঁজিলেন চারিদিকে গণ্ডগোল)

অব্যয়—শুনুন—জাতিগঠনের প্রাথমিক উপাদান জননীগর্ভে!

অপরূপ—শুনুন, শুনুন, এইবার দশবিধ সংস্কারের কথা হচ্ছে—

(গণ্ডগোল বৃদ্ধি।)

অনাদি—শোন অব্যয়! তোমার ভাষা এরা ফলো করতে পারে না—বিষয়টাও too high for them! চাষার দেশ! আমি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করি—তা' হইলে সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করবে—শুনুন আপনারা! কৃষিকার্য্যই আমাদের জাতীয় উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার একমাত্র রাজকীয় প্রশস্ত ইয়ে! এই যে 'ইয়ে' দিয়ে আমরা চাষ করি—তাকে একটু Scientifically 'ইয়ে' করিয়া লইতে পারিলেই জমির 'ইয়ে' বৃদ্ধি হইবে—

একজন—'ইয়ে' কি মশাই?

অপরূপ—বাবু তোমাদের লাঙলের কথা বল্‌ছেন হে! শোন, শোন, একটু মনযোগ দিয়ে শোন—

অন্যজন—লাঙলকে কিয়ে কর্‌তে হবে?

অনাদি—Scientifically improved! যাকে বলে—আঃ! কি বলে?—ব'লে দাওনা অনন্ত! Kindly help me! or Come to my rescue! অনন্ত! অনন্ত!

অনন্ত—আপনারা বিবেচনা করুন—বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত না কর্‌লে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস—ও বংশরক্ষা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। অর্দ্ধেক স্ত্রীলোককে বিধবা রেখে বাকি অর্দ্ধেকের

উপরে সন্তান-প্রসবের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার ফলে—দাঁড়িয়েছে, একদিকে অতিরিক্ত প্রসব-বেদনায় সধবা স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ! অন্যদিকে বিধবা স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক স্বাস্থ্যোন্নতি! অতএব আমি প্রস্তাব করি—প্রত্যেক লোকের দু'টি ক'রে সংসার থাকা উচিত। একটি সধবা! আর একটি বিধবা! (সাধু সাধু) আমি অঙ্ক ক'ষে দেখিয়ে দিতে পারি—যদি আপনারা আমার এই পরামর্শ গ্রহণ না করেন—তা'হলে— অচির ভবিষ্যতে—হতভাগিনী সধবা স্ত্রীলোকেরা সন্তান-প্রসবের গুরুভাবে প্রপীড়িত হ'য়ে স্বাস্থ্য হারাবেন—পুত্র অপেক্ষা কন্যার জন্মসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে—অতি অল্পসংখ্যক দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করবে—বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। বর্ত্তমানের এই একটি-মাত্র বিবাহের ফলে—একশো বছর পরে দেখ্‌বেন—এ দেশে পুরুষ লোকও থাকবে না, সধবা স্ত্রীলোকও থাক্‌বে না—থাক্‌বে কেবল হৈ হৈ করে বেড়াবার জন্যে একদল অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসম্পন্না বিধবা স্ত্রীলোক! অতএব সাধু সাবধান! প্রত্যেকে দুইটি করে বিবাহ করুন, একটী সধবা, আর একটী বিধবা!　　　(উপবেশন)

সভাপতি—তিন জন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের মূল্যবান উপদেশে আজ আমরা পরম উপকার লাভ করিয়াছি। প্রথম বক্তার ভাষা আছে, ভাব আছে, কিন্তু বক্তব্য-বিষয় অপরিস্ফূট! দ্বিতীয় বক্তার 'ইয়ে'—ভাষার প্রসব-বেদনাজনিত কাতরোক্তি! তৃতীয় বক্তার যুক্তিগুলি সারগর্ভ—ভাষা সরস ও সবল। ভাব—উচ্ছ্বসিত ও মনোজ্ঞ! বাস্তবিকই বিধবারা অনাবশ্যক

ভাবে অন্নধ্বংস করিয়া অতিরিক্ত স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেছে! তবে তৎপ্রতীকারকল্পে তাহাদের পুনর্বিবাহ-ব্যবস্থা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়—! আমার সংসারে দু'টী ভগ্নি ও তিনটি কন্যা বিধবা আছেন—এই পাঁচজনের অনাবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের জন্য আমি এরূপ বিব্রত যে আমায় তৃতীয় পক্ষের গৃহিনীর অঙ্গে একখানি গহনাও দিতে পারি না। বাল-বিধবারা অসম্ভব অন্ন-আহার করে। অতএব আমি প্রস্তাব করি—বিধবাদিগকে সপ্তাহে মাত্র একদিন আহার্য্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক! কি বল হে তর্কচঞ্চু?

তর্কচঞ্চু—তা'তে করে তোমার গৃহিনীর গায়ে অলঙ্কার হ'তে পারে—বিধবাদের স্বাস্থ্য যে সধবাদের মতই ভগ্ন হবে—একথা বিশ্বাস করা যায় না। পদ্দিদিকে দেখেছ তো? তার উপবাস যত বাড়ে—শরীর ততই মুটিয়ে ওঠে! ও-বিষয়ে একমাত্র প্রতীকার ঐ বাবুটি যা' বলেছেন—সন্তান প্রসবের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া! পদ্দিদি আমাকে তাড়া করেছিল—একটা প্রকাণ্ড বংশ-দণ্ড নিয়ে—সে ঘটনাটা শুনেছ তো? অন্ততঃ দুটো সন্তান প্রসব করতে হলে কি এত স্পর্দ্ধা তার থাকৃতো? হরিহে দীনবন্ধু!

সভাপতি—যাহা হোক—আপাততঃ বিধবাদিগকে সপ্তাহে এক দিনের বেশী আহার করিতে দেওয়া হইবে না। স্ত্রীশিক্ষার যে আবশ্যকতা আছে—ইহা স্বীকার্য্য—"কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়া তু যত্নতঃ! কিন্তু ঠেলা সামলানো কঠিন বলেই ও-বিষয়ে লোকের তত আগ্রহ দৃষ্ট হইবে না। কৃষিকার্য্যের জন্য একটা উন্নত প্রণালীর 'ইয়ে'-যন্ত্র খরিদ করার প্রস্তাব খুব

যুক্তিসঙ্গত ! তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। কে কত চাঁদা দিতে প্রস্তুত—সে কথা পূর্ব্বে জানা দরকার।

(এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে সকলেই সরিয়া পড়িলেন।)

একজন—(অন্যজনকে টানিয়া ধরিয়া) যাচ্ছিস্ কেন ?

অন্যজন—দেখ্‌ছিস্ না চাঁদার খাতা খুলেছে।

একজন—তাতে হয়েছে কি ? ও খাতায় দস্তখৎ দিতে হয়—টাকা দিতে হয় না।

অন্যজন—পরে যদি আদায় করে ?

একজন—শোন বলি—দু'চার শো দস্তখৎ করবি—দু'একটাকা নয়। তা হলেই আর দিতে হবে না। (দস্তখৎ করিয়া প্রস্থান)

অব্যয়—এই সভায় এত লোক উপস্থিত ছিলেন—চাঁদার খাতায় দস্তখৎ করলেন মাত্র তিনজন ? কি আশ্চর্য্য—!

(সকলের প্রস্থান।)

অপরূপ—এই তিন জন কে কে—? সেটা শোন বাবাজী ! এক জনের মাথার ওপর তিনটা ক্রোকী পরোয়ানা ঝুলছে—একজন দু'বার জেল খেটেছেন—আর একজন নাবালক !

অনন্ত—Horrible !

অনাদি—Hopeless !

অব্যয়—Undone !

অপরূপ—"শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃপর্ব্বতলঙ্ঘনম্। অত হরিবোল দিয়েও লাভ নেই—হাহুতাশ করেও ফল নেই। তার চেয়ে আমি একটা প্রস্তাব করি শুনুন্ ! আপনারা দু'জনেই ফিরে যান—কেবল এই বাড়ুয্যে মশাই একটু চেষ্টা করে দেখুন—একটা বালিকা-বিদ্যালয় খুলতে পারেন কিনা ?

অনন্ত—কেন, সভাপতি মহাশয় যে বল্‌লেন—আমার বক্তৃতা খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

অপরূপ—যতটুকু তাঁর নিজের কাজে লেগেছে তার বেশী আর নয়। ওদিকে কোন সুবিধে নেই—! ঐযে তর্কচঞ্চু বল্‌লেন—পদিপিশির বংশদণ্ড! শুন্‌লেন না? আপনারা দু'জনেই সরে পড়ুন।

অনাদি ও অনন্ত—যে আজ্ঞে—প্রণাম।

অপরূপ—কল্যাণমস্তু!

অব্যয়—আমিও যাই তা'হলে।

অপরূপ—শোন বাবাজি! তোমার চেষ্টায় কিছু ফল হতে পারে কারণ ও-বিষয়ে আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবো—বুঝেছ? আমার নিজেরি—এগারটি মেয়ে! আমার বাড়িতেই তো একটা মেয়ে ইস্কুল খোলা যেতে পারে—কি বল?

অব্যয়—তা' বটে।

অপরূপ—এখন চাঁদা তোল্‌বার কোন আবশ্যক নেই। আমার বাড়িতেই আমি একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি; কি বল? ছাত্রীর তো অভাব হবে না? তারপর তোমার যদি হাতযশ থাকে, তা'হলে ইস্কুল বেশ জমে উঠ্‌বে!

অব্যয়——তবে তাই হোক—এসেছি যখন—

অপরূপ—হ্যাঁ, এসেছ যখন—তখন একটু চেষ্টা করেই দেখ না। দেশের কাজ! দশের কাজ! অত দমে গেলে চল্‌বে কেন? বিকেলে একবার আমাদের ওদিকে যেয়ো বাবাজি! যাবে তো? আচ্ছা— (প্রস্থান)

অব্যয়—আপনি একধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

গায়ক—শেষ-সঙ্গীত, যাকে বলে—Concluding song তা' হবে না? কি রকম মিটিং আপনাদের?—অন্ততঃ আপনিই শুনুন—

শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ
ভবধাম যবে ছাড়িবে—ইত্যাদি

(গায়ক অব্যয়ের পিছনে পিছনে গীতকণ্ঠে ছুটিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

অপরূপের গৃহ

এগারটি মেয়ে পরিবেষ্টিত অপরূপ ও তাহার গৃহিণী

অব্যয় (নেপথ্যে)—ভট্‌চায্যি-মশাই বাড়ি আছেন?

অপরূপ—ঐ এসেছে—যা, যা, তোরা ভিতরে যা—ভিতরে যা। এতগুলো মেয়ে এক যায়গায় দেখ্‌লে—বেচারী ভয় পেতে পারে।

গৃহিণী—মেয়ে-ইস্কুল করতে এসেছে—মেয়ে দেখে ভয় পাবে কেন?

অপরূপ—সে ভয় নয়। সন্তান-পরিবেষ্টিতা অপরূপ-গৃহিণীকে দেখ্‌লে মানুষের পিলে চমকে যাবে—বিয়ের নামে তারা নাকে খৎ দেবে। যাও—যাও—ঐ যে বাবুটি এ দিকেই আসছেন। এস, এস, বাবাজি এস। যা' যা', ভিতরে যা'—

অব্যয়—ভট্‌চায্যি মশাই আমি আজই কল্‌কাতায় ফিরবো—আমার মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেছে—বন্ধুরা চলে গেল—একা-

একা, ঐ মেঠো ক্যাম্পে থাকা ! তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ভার নিতে পারলাম না—মাপ্ করবেন।

অপরূপ—আর কয়টির ভাগ্যে যা থাকে থাকুক—বড় মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শেখাতে না পেরে—বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি, বাবাজী ! অশিক্ষিত মেয়ে তো কেউ নিতে চায় না।

অব্যয়—সে তো বুঝ্তেই পারছি—দেশের ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে—মেয়েরা সমান তালে এগিয়ে যেতে না পারলে তো আর চল্‌বে না ?

অপরূপ—যা' বলেছ, বাবাজি ! তা' তুমি পাঁচটা দিন থেকে—মাত্র আমার বড় মেয়েটীকে একটু শিক্ষিতা করে দিয়ে যাও—এই উপকারের জন্যে আমি তোমার কাছে—চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বো।

অব্যয়—আচ্ছা, আপনার মেয়েটীকে একবার ডাকুন, দেখি—কেমন intelligent ! দু'চার দিন শিক্ষা দিয়ে আপনার কোন উপকার করা যাবে কিনা, দেখি।

অপরূপ—যে আজ্ঞে ! ওরে সুবি, ও সুবাসিনী ! এদিকে আয়তো। (সুবাসিনীর প্রবেশ)

অব্যয়—এই বুঝি আপনার বড় মেয়ে ? এতো ছেলে মানুষ ! এত ছোট মেয়ে বিয়ে দেবার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কেন ?

অপরূপ—অশিক্ষিত চাষার দেশে বাস—তাই যা একটু—নইলে তোমাদের মত শিক্ষিত সমাজে কিসের ব্যস্ততা ?

অব্যয়—তোমার নামটি কি খুকুমণি ?

সুবি—সুবাসিনী !

অব্যয়—তুমি কি বই পড় ?

সুবি—(লজ্জিতা হইল ।)

অপরূপ—পড়াশুনার কথায়, বিশেষত বাপমার সুমুখে, পাড়াগেয়ে মেয়েরা ভয়ানক লজ্জা পায় ? ওর বই আছে—শ্লেট আছে—কোথায় আছেরে সুবি ? আচ্ছা তুমি এসো না, এই পাশের ঘরেই আছে বোধ হয়। আয় সুবি আয়।

(সকলের প্রস্থান)

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী—বুড়ো ক্ষেপেছে !

(অপরূপের পুণঃপ্রবেশ ও গাঁজা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করণ)

গৃহিনী—আচ্ছা, তোমার আকেলটা কি ? বয়সের মেয়ে—

অপরূপ—ছেলেটাকেই বা এমন কি নাবালক দেখ্‌লে ? একটা বিয়ে দিতে হবে তো ? জাত যে আর থাকে না।

গৃহিনী—তাই বুঝি এই জাতরক্ষের ব্যবস্থা হচ্ছে ?

অপরূপ—নিশ্চয়ই ! ও ছেলেটি যে কে তা বোধ হয় এখনো বুঝ্‌তে পারো নি, গিন্নি ! সুবি বুঝেছে। দেখ্‌ছ না তার মুখে হাসি ধরছে না !

গৃহিনী—কে ? কে ও ছেলেটি ?

অপরূপ—বল্‌বো কেন ?

গৃহিনী—আচ্ছা, আমি সুবির কাছে শুনিগে !

অপরূপ—দাঁড়াও—ও রকম চম্‌কে দিওনা—দেখ্‌ছ না ওরা একটু আলাপ-পরিচয় করে নিচ্ছে—

গৃহিনী—তা' হলে তুমিই বল, ওকে ?

অপরূপ—বলবো কেন ?

গৃহিনী—বলবে না ? ও সুবি ! সুবি ! (প্রস্থান)

(অব্যয়ের প্রবেশ)

অপরূপ—কি রকম দেখ্‌লে বাবাজি !

অব্যয়—হ্যাঁ আপনার মেয়েটী বেশ intelligent, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এঁকে শিক্ষিতা করে তোলা যাবে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—এটি কি আপনার নিজের মেয়ে ?

অপরূপ—হ্যাঁ, গিন্নি তো তাই বলেন।

অব্যয়—আমার দিদির শ্বশুর বাড়ীতে এই মেয়েটীকে আমি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ! তাদের সঙ্গে কি আপনাদের কোন সম্পর্ক আছে ?

অপরূপ—সুবি কি বলে ?

অব্যয়—তিনি তো বল্‌লেন—কোন সম্পর্ক নেই !

অপরূপ—তা'হলে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছ কেন—বাবাজি ! ওটা তোমরাই যা হয় একটা মীমাংসা করে ফেলো।

অব্যয়—আজ তা'হলে আমি আসি ? কাল আবার আস্‌বো—কি বলেন ?

অপরূপ—'আসা-যাওয়া জীবের স্বকর্ম্মগতিকে !'

(সুবাসিনী জানলা-পথে চাহিয়াছিল—অব্যয় চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। অপরূপের চক্ষু এড়াইল না, গৃহিনীকে ইসারায় ডাকিয়া দেখাইলেন।)

গৃহিনী—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, বল না ওকে ?

অপরূপ—সুবি কি বলে ?

গৃহিনী—সে তো বল্‌লে—আমি কিছু জানি না।

অপরূপ—হেসে বল্‌লে—না খুব গম্ভীরভাবে রেগে বল্‌লে—

গৃহিনী—হেসেই তো বল্‌লে।

অপরূপ—তবেই তো বুঝ্‌লে—

গৃহিনী—কি বুঝ্‌বো ?

অপরূপ—যা' বোঝা উচিত !

গৃহিনী—কি বোঝা উচিত—সেইটেই বল না ছাই—

অপরূপ—বল্‌বো কেন ?　　　　(প্রস্থান ।)

গৃহিনী—কে এই ছেলেটি ? সুবি নিশ্চয়ই জানে—আচ্ছা, আজ যদি না বলে—তা'হলে তার একদিন আর আমার একদিন !

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অপরূপের কক্ষ

গৃহিনী—বলিস্ কি সুবি ! ও নিবারণবাবুর ছেলে ?

সুবি—কার ছেলে তা'তো জানিনে মা ! শুনেছি বড়মামীর ভাইপো ! মামা বাড়াতে ওকে আমি অনেকবার দেখেছি—

গৃহিনী—ও তোকে দেখেনি ?

সুবি—তা' আমি কেমন করে জান্‌বো ? দেখ্‌লেও মনে নেই—আমাকে চিনতে পারেনি তো—

গৃহিণী—তুই বোধ হয় মনে মনে ওকে খুব ভালবেসে ফেলেছিস্—না ?

সুবি—যাও ! ঐ জন্যেই তো আমি তোমাকে কিছুই বল্‌তে চাইনি ?

(অপরূপের প্রবেশ)

গৃহিণী—ওগো ! ওটি নিবারণ বাবুর ছেলে ?

অপরূপ—লোকে তো তাই বলে—

গৃহিণী—তা' তুমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাচ্ছো কেন ?

(সুবির প্রস্থান)

বড় লোকের ছেলে ও—ওর বাপের টাকা সিঁদুকে ধরে না—ও কেন তোমার মেয়ে বিয়ে করবে ?

অপরূপ—যার বাপের টাকা সিঁদুকে ধরে না সে বুঝি একটা গালপাট্টাওয়ালা দরোয়ানকে বিয়ে করবে ?

গৃহিণী—আমি কি তাই বল্‌ছি ? আমি বল্‌ছি যে—তোমার মত গরীব লোকের মেয়ে সে কেন বিয়ে করতে যাবে ?

অপরূপ—আলবৎ যাবে—নিবারণ বাবুর টাকা আছে, আমার মেয়ে তার ঘরে যাবে। আমার টাকা নেই—তার মেয়ে আমার ঘরে আস্‌বে—এই তো দুনিয়ার নিয়ম।

গৃহিণী—ও সব ন্যাকামো রেখে দাও—আমি বল্‌ছি, ও কিছুতেই সুবিকে বিয়ে করবে না—দেখে নিও। মিছিমিছি মেয়েটার একটা কলঙ্ক ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। মাঝখানে পাড়ার পাঁচজনের চোখ-টেপাটিপিটাই সত্যি হয়ে থাক্‌বে—তার ফলে মেয়েটার আর বিয়েই হবে না।

অপরূপ—দেখো গিন্নি! নিবারণ বাড়ুয্যের ছেলেকে এনে ঘরে পুরেছি—না আমি ডার্ব্বি-সুইপের টিকিট কিনেছি! এতে হয় এস্পার—কি ওস্পার! বাধা দিওনা বল্‌ছি! শোনো, একা সুবির বিয়ে দিলেই তো প্রজাপতিঠাকুর আসনে পুষ্প দেবেন না। মেয়ে আমার—একুনে এগারটি! এ বাদে এখনো যে ক'টি তোমার জঠরস্থা আছেন—তাই বা কে জানে? এ সব কথা একবার ভেবে দেখেছো? কথা কওনা যে? চোখ টিপ্‌তে তো সবাই পারবে—এগারটি মেয়ের বিয়ে দিতে তো কেউ পারবে না?

গৃহিণী—আমার সুবির কপালে আগুণ জ্বেলে দিলেই তোমার বাকি দশটা মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাবে—না? (কাঁদিলেন)

অপরূপ—আহাহা, সেই কথাই তো বল্‌ছি—ও ছেলেটা আমার ডার্ব্বি-সুইপ! ধরো, ওর সঙ্গেই যদি সুবির বিয়েটা দিতে পারি—তা'হলে বাকি দশটা মেয়ের বিয়ে দেবে—ঐ নিবারণ বাবুর লোহার সিঁদুক! তোমার আঁচলে তো এগারটা চাবি আছে—তার যে কোন একটা দিয়ে নিবারণ বাবুর সিঁদুকের তালাটা খোলা চাই—বুঝ্‌লে? নইলে উপায় নেই!

অব্যয়—(বাহির হইতে) ভিতরে আস্‌তে পারি কি? (গৃহিণী ঘোম্‌টা টানিলেন।)

অপরূপ—'পারি-কি' কেন বাবাজি! নিশ্চয়ই পার—অবশ্যই পার—হাজার বার পারো। এস, এস, ওরে সুবি! এই তোর দাদা এসেছে রে! মেয়েটা তোমাকে যে কি ভালই বেসেছে বাবাজি! উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে, সর্ব্বদাই তোমার কথা। ঐ বুঝি তুমি আস্‌ছ! ঐ বুঝি তোমাকে

দেখা যাচ্ছে—(গৃহিণী হাসিতেছিলেন, হঠাৎ তাহা দেখিয়া রাগত ভাবে)। হেসনা, কি করবো ? তোমরা তো কেউ কিছু বল্‌বে না ? এখন নিজেই আমি কাছা খুলে সখী-সংবাদ আরম্ভ করি। লজ্জাবতী ! তুমি নিজে এগিয়ে গিয়ে দুটো কথাই কওনা ? সেই আধো-আধো মনভুলানো মিঠে-কথা— ছোটবেলায় এই কাণের গোঁড়ায় যা' কপ্‌চাতে—মনে নেই ? নিজে যদি না পার মেয়েটাকেও তো শিখিয়ে দিতে পার ? হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম বাবাজি ! ব'সো, ব'সো, কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে যে দুটো—শাকান্ন আহার করেছিলে—তাতে করে—পেটটা ভাল আছেন তো ?

অব্যয়—শাকান্ন ? বলেন কি ? অমন রান্না আমি কখখনো খাইনি —কে রেঁধেছিল ভট্‌চায্যি মশাই ?

অপরূপ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, (হাসিয়া) আমার সুবি রেঁধেছিল ! কি বল— আমার সুবাসিনী বেশ রাঁধে, না ? (গৃহিনীর প্রতি চোখ রাঙাইয়া) আঃ হেসনা ! মেয়ে-বিয়ে দিতে হ'লে—শুধু রান্না কেন—শাশুড়ীকে মেয়ের জবানী অনেক কাজ করতে হয়।

অব্যয়—উনি কে ?

অপররূপ--তোমার শা—(জিব্‌ কাটিলেন) তোমার ঐ সুবির গর্ভধারিণী ! সেকেলে অশিক্ষিতা কিনা, তাই একটু অসম্ভব লজ্জাধিকা (গৃহিনী যাইতে উদ্যত)

অব্যয়—মা ! আমি আপনার সন্তান-তুল্য পায়ের ধুলো দিন—

(প্রণাম।)

অপরূপ—(স্বগত) তা দেবে বৈকি—তুমি যে ওঁর পেটের ছেলের বাপের চেয়েও বেশী আপন-জন হ'তে যাচ্ছো !

গৃহিনী—বসুন!

অপরূপ—(ভেঙ্গাইয়া) আহা হা! 'বসুন!' কেন? 'ব'সো' বল্‌তে পার না? ব'সো বাবাজি! ব'সো! (অব্যয় বসিল।) ওরে সুবি! ও সুবাসিনী!

(সুবাসিনীর প্রবেশ।)

আচ্ছা তোর যে পড়া-শুনাতে মোটেই আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি না, এর কারণ কি বল্‌তো? বয়স বেশী হ'য়ে গেছে—বাবাজি তো এখানে আর বেশী দিন বসে থাক্‌তে পারবেন না? একটু তাড়াতাড়ি যা হয় শিখে নে। বাবাজি পড়াও, পড়াও, একটু মনযোগ দিয়ে পড়াও—উঁঃ—

(গৃহিনীকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া নিজের প্রস্থান
—অন্য দিকে গৃহিনীর প্রস্থান)

অব্যয়—(গম্ভীর ভাবে) দেখো সুবাসিনী! আমি আজ দু'দিন লক্ষ্য করছি—তুমি ভয়ানক অন্যমনস্কা! ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।

সুবাসিনী—আমি তো ছাত্র নই! আমি ছাত্রী!

অব্যয়—লেখাপড়া-শেখবার বেলায়—ছাত্র আর ছাত্রীতে কোন প্রভেদ নেই—স্ত্রী হোক্‌, পুরুষ হোক্‌, বিদ্যার্থী মাত্রেই একলিঙ্গ!

সুবাসিনী—অর্থাৎ আমি মহাদেব! তা'হলে আমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিন্‌!

(সুবির ভগ্নি সুহাসিনী আসিয়া কাছে বসিল।)

অব্যয়—আঃ কেবল কুতর্ক! পড়—"তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়।"

সুবাসিনী—তাতে আমার কি?

অব্যয়—তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে যে শাল প্রস্তুত হয়—একথা তোমারও জেনে রাখা দরকার! আমি বল্‌ছি দরকার!

সুবাসিনী—কেন?

অব্যয়—(সুহাসিনীর প্রতি) হেই! তুই এখানে এসে বসলি কেন? পড়ার সময় গণ্ডগোল করতে নেই—বাড়ির ভেতর যা।

সুবাসিনী—থাক্ না—ও তো চুপ করেই ব'সে আছে।

অব্যয়—কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোকের একটা স্বভাবই হচ্ছে, অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে তর্ক করা।

সুবাসিনী—কেন? কাল আপনি বল্‌লেন—অমন চুপ্ করে ব'সে থাক্‌লে—চলবে না। কথা বলতেই হবে! আজ আবার যা বলতে যাচ্ছি—তাই দোষের হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে—

অব্যয়—কথাবলা আর তর্ককরা এক কথা নয়। হেই! তুই যানা এখান থেকে—কি জ্বালাতন!

সুহাসিনী—বা'রে দিদি যে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বসে আছে!

অব্যয়—ও—তাই নাকি? আচ্ছা তা হলে আমিই চলে যাচ্ছি—এত গণ্ডগোলের ভেতর পড়াশুনা হতেই পারে না:

(রাগতভাবে প্রস্থানোদ্যত)

(সুবাসিনী ভগ্নিকে ঠেলিয়া দিয়া—অভিমানভরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। অন্তরাল হইতে গৃহিনী মেয়েটাকে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, সে দাঁড়াইয়া রহিল।)

অব্যয়—(ধীরে ধীরে সুবাসিনীর কাছে আসিয়া মুখ তুলিতে চেষ্টা করিল—সুবাসিনী কিন্তু হাসিতেছিল।) ওকি কাঁদছ? ছিঃ কেঁদনা—কাল তোমাকে ভাল ভাল রাঙা ছবি এনে

দেব। (সুবাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল—অব্যয় ভাবিল কাঁদিতেছে।) তবু কাঁদছ—ছিঃ !

(কোঁচার খুঁটে চোখ মুছাইয়া—মুখচুম্বন করিতে চেষ্টা করিল—সে মুখ ফিরাইল।)

অব্যয়—(হঠাৎ সুহাসিনীর প্রতি নজর পড়িয়া) তুই তবুও এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস ? কি আপদ ! বেরিয়ে যানা (কাণটা মলিয়া দিল। সে উচ্চ চিৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।)

(ব্যস্তভাবে অপরূপের প্রবেশ)

অপরূপ—তুই এখানে এসে হল্লা করছিস কেনরে—পাজি মেয়ে ?

(চপেটাঘাত করিলেন, সে আরও কাঁদিল।)

বেরিয়ে যা ! বেরিয়ে যা !

সুহাসিনী—মা আমাকে পাঠিয়ে দিলে—বললে, ওখানে গিয়ে চুপটি ক'রে বসে থাক্‌বি—আর দেখবি, তোর দাদাবাবু কি বলে—কি করে—। অ্যাঁ অ্যাঁ—তোমারা আমায় মিছিমিছি কেবল মারবে—অ্যাঁ অ্যাঁ—

অপরূপ—(জিব্‌ কাটিলেন) তা' তুই অমন চিৎকার করে কেঁদে উঠলি কেন ? যা' যা' বেরিয়ে যা'।

সুহাসিনী—দিদিই তো কাঁদ্‌ছিল—দাদাবাবু তার চোখ মুছিয়ে আদর করে চুমো খেতে যাচ্ছিল। (অপরূপ অত্যন্ত লজ্জার অভিনয় করিলেন) আমি যেই মনে মনে ভেবেছি—এখুনি মাকে গিয়ে বলে দেব অম্‌নি দাদাবাবু থপ্‌ করে আমার কাণটা ধরে—এম্‌নি-এম্‌নি করে ঝেঁকে দিলে—আমার ব্যথা লাগে না বুঝি ?

(একথালা খাবার লইয়া গৃহিনীর প্রবেশ।)

গৃহিনী—একটু জল খাও বাবা!

অপরূপ—হ্যাঁ হ্যাঁ—একটু জলটল খাও—রাত্রে এখানেই আহার করবে কিন্তু! দেখি—দুটো মাগুর মাছ জোগাড় করতে পারি কি না।

সুহাসিনী—দেখ মা! দাদাবাবু দিদিকে—

(অপরূপ যাইতে যাইতে ফিরিয়া চোখ রাঙাইয়া ধমক দিলেন—গৃহিনীকে ইঙ্গিতে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন—মেয়েটাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন—গৃহিনীও আদেশমত কাজ করিলেন।)

সুবাসিনী—চুপচাপ বসে রইলে কেন? খাবার খাও—

অব্যয়—না আমি খাব না। তুমি আমার কথা শোন না কেন?

সুবাসিনী—কই, না। তুমি আমাকে যা বল্‌ছ আমি তো তা' শুনছি এই কান পেতে! রাগ ক'রনা—পায় ধরি খাও—

অব্যয়—(খাইতে খাইতে) তা'হলে সময় নষ্ট ক'রনা—পড়ো "তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়।"

সুবাসিনী—আমাদের দেশের ছাগলের লোমে কি প্রস্তুত হয় বল্‌তে পার?

অব্যয়—Yes that's a question-like question! Thank you! এইতো চাই—এই রকম তর্ক is always welcome!

সুবাসিনী—কি তৈরী হয় বল্‌লে?

অব্যয়—বল্‌ছি শোন—(জল খাইয়া হাত মুখ মুছিয়া) হ্যাঁ, আমাদের দেশের ছাগলের লোমে, কম্বল তৈরী হয়—কম্বল! কম্বল!

সুবাসিনী—কেন? কোথায় শাল আর কোথায় কম্বল! এমন কেন হয় বল্‌তে পার?

অব্যয়—বুঝ্‌তে পারলে না? এই দেখ অন্যান্য দেশের কাপাস-তুলোয় তৈরী হয় মলমল—নয়নসুখ—আদ্দি! আর আমাদের দেশে—খদ্দর! খদ্দর!

সুবাসিনা—কেন, মসলান! সেও তো এই দেশের তুলোয় হ'ত শুনেছি—

অব্যয়—হোত, আর হয় না।

সুবাসিনী—কেন?

অব্যয়—যে কারণে আমাদের দেশের ছাগলের পিঠে মোটা দানার লোম গজায়—ঠিক সেই কারণে আমারও খদ্দর বুনি—জল-বায়ুর গুণে এখন আর তেমন সরু সুতো বেরোয় না আমাদের।

সুবাসিনী—জলবায়ুর গুণে তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও বেজায় মোটা হয়ে উঠেছে—কি বল?

অব্যয়—জলবায়ুর গুণে, তাও একটু হয় বৈকি!

(উত্তেজিতভাবে পদিঠাকুরাণীর প্রবেশ)

পদি—হ্যাঁগা বাছা! কোন্ দেশে তোমার বাড়ী? কাদের ছেলে তুমি? তুমি নাকি বলেছে আমি তর্কচঞ্চুকে একটা বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিলাম? আমার গায়ে নাকি এত জোর যে আমি একটা লোহার ডাণ্ডা মট্ ক'রে ভেঙে ফেল্‌তে পারি! আমি নাকি একটা পাহাড়ে মেয়ে-মানুষ! আমার নাকি চরিত্তির ভাল নয়! বলি—এসব কি কথা?

অব্যয়—বলেন কি—আমি, আমি—

পদি—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি! শোন তোমাকে বলে যাচ্ছি। তুমি নিজে যা' করছ তাই কর। অপরূপের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌তে এসেছ—তাই ভাঙ্গো। ফের যদি—

(পঞ্চতীর্থের এক বিধবা ভগ্নি ও এক কন্যার প্রবেশ।)

ভগ্নি—ওমা কি হবে—ওমা কোথায় যাব! ওমা কি কলঙ্কের কথা গো—আমরা দুটো বোন নাকি দুটো রাক্ষস! আমরা নাকি এত বেশি ভাত গিলি—যা' দেখে বৌদি আমাদের ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে! আমাদের নাকি নিকে হবে—ওমা কি হবে—ওমা কি কলঙ্কের কথা গো!

পদি—কে বল্লে?

একজন—এই বাড়ীতে নাকি কে এক গনক-ঠাকুর এসেছেন?

পদি—হুঁ! বেড়াল বলেন ইঁদুরভায়া তোর মুখে ওকি? আয়নারে তোর মুখ মুছিয়ে দি!' বটে? ওরে হতচ্ছাড়া, অনামুখো, ড্যাক্‌রা! তুমি সয়তানি করবার ঠাঁই খুঁজে পাওনি—তাই বুঝি এসেছ—আমাদের এই গাঁয়ে? পদিবাম্‌নীকে চেন না?

(ব্যস্তভাবে অপরূপের প্রবেশ।)

অপরূপ—আচ্ছা, এই গরীব ব্রাহ্মণ অপরূপ শর্ম্মা যে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হবে—এটা বুঝি তোমাদের সহ্যই হচ্ছে না? তাই, সবাই মিলে আদাজল খেয়ে লেগে গেছ আমার পিছনে? আমি তোমাদের কি ক্ষতিটা করেছি—বল্‌তে পার?

পদি—হ্যাঁরে অপরূপ! তোর মেয়ের বিয়ের ভাবনাটা কি? অশ্বমেধের ঘোড়ার মত মেয়ের কপালে একখানা টিকিট মেরে ছেড়েদে, আর না হয়, সদরে নিয়ে গিয়ে ডাক-নিলেমে চড়িয়ে দে! পোড়া কপাল তোর এমন মেয়ে-বিয়ের—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি তোর!

বিধবা—তোমার মেয়ে-বিয়েতে আমরা তো এক সন্ধ্যে পাতা-পাতবার পিত্তেশ করিনে অপরূপদা? তবে, আমরা বেশী-খাই কি-কম-খাই—এ কথা নিয়ে তোমার ঐ হবু জামাইয়ের এত মাথাব্যথা কেন?

অপরূপ—আঃ ছাই-পাঁস কি বল্‌ছিস্ তোরা? ভদ্রলোকের ছেলে এসেছেন আমার মেয়েটাকে একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে—আজকাল যে তোদের মত অশিক্ষিতাদের বিয়েই হয় না।

পদি—তোর মেয়ে আর কত লেখাপড়া শিখ্‌বে? নাচওয়ালীদের মত কাপড় পড়তে শিখেছে—বেশ্যাদের মত বাঁকা-সিঁথি কাট্‌তে শিখেছে—মেমেদের মত হিজিবিজি বক্‌তে শিখেছে—আর কত শিখবে?

অপরূপ—কিন্তু পদিপিশির মত পুরুষ-মানুষ ঠেঙাতে শেখেনি যে এখনো! সেটাও তো শেখা দরকার?

পদি—কি! আমি পুরুষ-মানুষ ঠেঙাই? তার মানে, আমার চরিত্তির খারাপ? তবে রে মুখপোড়া! আজ তোর একদিন আর আমার একদিন। (যুদ্ধোদ্যম)

অপরূপ—ওরে বাবা! মারবে নাকি?

সুবাসিনী—দেখ পদি-ঠানদি! এই ভদ্রলোকটি বিধবা-বিবাহ

করতে চাচ্ছেন—তেমন ভদ্র-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে পাচ্ছেন না—তুমি যদি রাজি হও।

পদি—ইস্ কত বড় পুরুষে মানুষ! (মুখে ঠোনা মারিলেন।) আয়—আমরাও আজ একটা শোভা করবো—অপরূপকে একঘরে করবো—দেখি কে ওর মেয়েকে বিবাহ্ করে। ওর ধোপা নাপিত সব বন্দ করবো—তবে আমি বিষ্ণু শর্ম্মার মেয়ে!

(বিধবাদ্বয় ও পদির প্রস্থান।)

অব্যয়—অনন্ত যে বলে এদের বিবাহ হওয়া দরকার—সে কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু বিয়ে করবে কে? একদল কুস্তিগীর পালোয়ান তৈরি না হলে তো বাঙলা দেশে বিধবা-বিবাহ চল্‌বেই না, দেখতে পাচ্ছি—!

অপরূপ—বাবাজি! দেখলে? অশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা! সুবিকে একটু ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও! ভয় পেওনা কিন্তু! আহাহা গালটায় বড্ডই লেগেছে বুঝি? (দেখিয়া) অ্যাঁ রক্ত বেরুচ্ছে যে—কি সর্ব্বনাশ! সুবি! বাইরে এসে একটা কথা শোন তো? (উভয়ের প্রস্থান।)

(অন্য দিক দিয়া বিধবাদ্বয়ের মধ্যে ছোট জন এক গ্লাস জল লইয়া ঢুকিলেন।)

বিধবা—আপনার বড্ডই লেগেছে—আমি ঐ জানলা দিয়ে দেখেছি আপনার রুমাল খানা রক্তে ভিজে উঠেছে—মুখটা ধুয়ে ফেলুন।

অব্যয়—যে আজ্ঞা, দিন্—

(জল হাতে লইয়া মুখ ধুইতে লাগিল।)

বিধবা—আচ্ছা সত্যিই কি আপনি বিধবা-বিবাহ করতে চান্ ?

অব্যয়—মাপ করবেন—আমি সধবা-বিয়ে করতেই নারাজ ! (হাতযোড়)

বিধবা—কেন বলুন তো ? বিধবাদের উপর আপনার এত রাগ কেন ? তারা বেশী ভাত খায় বলে ?

অব্যয়—দোহাই আপনাদের—ওকথাটা আমি বলি নি—আমাকে রক্ষে করুন।

বিধবা—দশ বছরে আমি বিধবা হয়েছি—আমি যদি দু'গ্রাস বেশী ভাত খাই—সে তো কেবল আমার গায়ের জ্বালায় আর মনের দুঃখে বৈ তো নয়—? বিয়ে হলে আমারো খিদেটা অনেক কমে যেতে পারে—কি বলেন ? একটা কথাই বলুন না।

অব্যয়—না আমি কিছুই বলতে চাই না—(মুখে আঙ্গুল ঠেকাইয়া) এই আমি চুপ্।

বিধবা—(হাত ধরিয়া) রাগ করেন কেন ?

অব্যয়—ও বাবা। এযে প্রেম করতে চায় দেখ্‌তে পাচ্ছি—

(একগ্লাস জল ও পাখা লইয়া সুবাসিনীর প্রবেশ ! দূর হইতে সেই অভিনয় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।)

বিধবা—(হাত ছাড়িয়া) আচ্ছা সুবি ! কেমন ধারা আক্কেল তোদের ? ভদ্রলোক এসেছেন তোদের বাড়ীতে—। পদ্দিমাসী ঠোনা মেরে দাঁতটা ভেঙ্গে দিয়ে গেল—একটা কথাও বল্লি না ? তারপর এক গ্লাস জল আর একখানা পাখা নিয়ে এলি, এক ঘণ্টা পরে ? এ সব লোক-দেখানো আদর-যত্ন কোথায় শিখেছিস্ ?

(সুবাসিনী জলের গ্লাস ও পাখা ফেলিয়া দিয়া—স্বস্থানে গিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।)

বিধবা—বিদেশী ভদ্রলোক! দেশে ফিরে শুধু তোদেরই নিন্দে করবেন না—এ গাঁয়েরও নিন্দে করবেন। তাই তো ছুটে এসেছি—(পাখা কুড়াইয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।)

(সুবাসিনী আড়-চোখে দেখিতে লাগিল।)

অব্যয়—Now I am between Scylla and Charybdis! কী সর্ব্বনাশ!

(অপরূপের প্রবেশ। তিনি একবার বিধবার দিকে, একবার সুবির দিকে এবং একবার অব্যয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন)। (অব্যয় চোখ বুজিয়া রহিল।)

অপরূপ—ব্যাপারটা কি?

(তুড়ি দিয়া বিধবাকে নিজের কাছে ডাকিয়া।) বলি, মতলবটা কি?

বিধবা—মতলব আবার কি? বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে-ছিলাম—দেখি—ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে—তাই একটু পাখা করছি—তা'তে হয়েছে কি?

অপরূপ—না, ও সব কিছু হবে না—বেরিয়ে যাও—এ ঘর থেকে—বেরিয়ে যাও—(ভেঙাইয়া) পাখা করছি?—বেরোও!

বিধবা—কেন? তোমার মেয়ে আমাদের বাড়ীতে যায় না? আমি বিধবা বলে, আমার কেউ নেই বলে—আমাকে ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ! ও বাবা—বাবাগো!

(প্রস্থান।)

অপরূপ—সুবি!

সুবাসিনী—কি বাবা?

অপরূপ—আগে দরজা-জান্‌লা গুলো এঁটে দেতো—কেউ যেন

ভিতরে না আস্‌তে পারে। তারপর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শেখ—আমি আসি। (ফিরিয়া) হ্যাঁ, বাবাজি! ভয় পেওনা কিন্তু! অশিক্ষিত চাষার দেশ—এরূপ ছোটখাট দুর্ঘটনা অনেক ঘট্‌বে—তা' দেখে ঘাব্‌ড়ে যেও না যেন—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি!

পঞ্চতীর্থ—(নেপথ্যে)—(ক্রুদ্ধ স্বরে।) অপরূপ বাড়ীতে আছ?

অপরূপ—ঐ আবার! কি আশ্চর্য্য! গাঁ-শুদ্ধ মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো, সবাই আমার পেছনে লেগেছে? সুবি! দরজা দুটো আগে বন্ধ কর—দেখে—তবে আমি বাইরে যাব—

সুবাসিনী—আগে বন্ধ করলে তুমি বাইরে যাবে কি করে? আগে তুমি বাইরে যাও—তারপর আমি বন্ধ করি—

অপরূপ—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ঠিক—দরজা বন্দ করতে হ'লে, আগে আমারই বাইরে যাওয়াটা দরকার বটে—তাই যাই!

(যাইতেই বাধা দিয়া পঞ্চতীর্থের প্রবেশ।)

পঞ্চতীর্থ—আমার মেয়েটাকে নাকি তুমি গলা-ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ—তোমার মেয়ে আমাদের বাড়ীতে যাবে না?

অপরূপ—এখানে গোল করবেন না, বাইরে চলুন—আপনাকে আমি সব কথাই বুঝিয়ে বল্‌ছি।

পঞ্চতীর্থ—আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি—পাজি! ছোট লোক গাঁজাখোর কোথাকার!

অপরূপ—আঃ বাইরে আসুন না? দেখছেন—

পঞ্চতীর্থ—কেন? ও ছোক্‌রা তোমার কে? ভদ্রলোকের গাঁয়ে

এ সব কি কাণ্ড? আচ্ছা, আজই এর একটা বিহিত করবো। (প্রস্থান)

অপরূপ—সুবি! দরজা জানলা গুলো দিয়ে ফেল্, দিয়ে ফেল্— (প্রস্থান)

(সুবাসিনী দরজা জানলা বন্ধ করিয়া অব্যয়ের কাছে আসিয়া বসিল।)

সুবাসিনী—পড়াও—তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়।—তারপর—?

অব্যয়—না। আর শাল প্রস্তুত করে কাজ নেই সুবাসিনী! আমি আসি।

সুবাসিনী—কেন?

অব্যয়—এমন অশিক্ষিত চাষার দেশে আমি আর একদিনও থাকবো না।

সুবাসিনী—শিক্ষিত ভদ্দরের দেশে গিয়ে কাকে লেখাপড়া শেখাবে?

অব্যয়—এত অপমান সহ্য করে—আমি কেন রোজ রোজ তোমাদের বাড়িতে আস্‌বো?

সুবাসিনী—(মুখভঙ্গী করিয়া) কেন এসেছিলে? কে তোমাকে পায়ে ধরে আন্‌তে গিয়েছিল? এখন তুমি আর-না-এসে নিজের মানটা বাঁচাতে চাও? কিন্তু আমার মানটা কোথায় থাকবে?

অব্যয়—তোমার আবার মান-অপমান কি? তোমাকে তো কেউ কিছু বল্‌ছে না?

সুবাসিনী—এত বুদ্ধি না থাক্‌লে কি তুমি এই সোমত্ত মেয়েকে

লেখাপড়া শেখাতে এসেছ? আমার আর জাত-মানের ভয় কি? সে ভয়টা তোমারি বেশী—কারণ—তুমি একে শিক্ষিত, তা'তে আবার তোমার বাবার সিঁদুকে অনেক টাকা আছে—

অব্যয়—আমার বাবার সিঁদুকে যে অনেক টাকা আছে—তা' তুমি কি করে জানলে?

সুবাসিনী—ভানুমতির কোথায় একটা তিল ছিল—কালিদাস তা' কি করে জানলেন?

অব্যয়—সত্যি বল সুবাসিনী, তুমি কে? আমি কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি—

সুবাসিনী—তুমি কোথায় কা'কে দেখ্‌বে—সে কথার একখানা নোটবই তৈরী করবার ভারটা তো আমার উপর ছিল না।

অব্যয়—বল্‌বে না?

সুবাসিনী—যদি না বলি?

অব্যয়—তা'হলে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

সুবাসিনী—সাবধান! পদি দিদির নাত্‌নী আমি। গ্রাম্য সম্পর্কে পদি-ঠাকুরুণ আমার ঠাকু'মা—তাই বুঝে কথা ব'লো। দেখো, আজ তিন দিন দরজা-জানলা গুলো সবই খুলে রেখেছিলাম—দেখ্‌ছিলাম—মেয়েমানুষকে লেখাপড়া-শেখাবার ঝোঁকটা তোমার কমে কিনা—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও কিনা? কিন্তু তা যখন গেলে না, তখন মুখে যাই বল—পায়ে একটা বেড়ি পরবার সখ্‌ তোমার বড্ডই বেশী হয়েছে—।

অব্যয়—তার মানে?

সুবাসিনী—আমি নিজে হাতে ঐ দরজা-জান্‌লাগুলো বন্ধ করে দেবার পরেও যদি তুমি 'তার মানে' বুঝতে না পার—তা'হলে

তোমার মত মূর্খ তো এই দুনিয়ায় দুটি নেই—! তুমি নাকি ফোর্থ ইয়ারে পড় ? বিদ্যের অহঙ্কারে মাটিতেই পা রাখনা যে ?

অব্যয়—অর্থাৎ ?

সুবাসিনী—অর্থাৎ—তুমি কি-কি বই পড়—তাই বল। বল—বি, এ, তে তোমার Combination কি ?

অব্যয়—কেন Examine করবে নাকি ?

সুবাসিনী—Certainly. তোমার বুদ্ধির পরিচয়টা তো পেয়েছি—এখন বিদ্যের দৌড় কত—That I know must, before I am compelled to marry you.

অব্যয়—ও বাবা ! একে পড়াচ্ছিলাম—"তির্ব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয় !" সর্ব্বনাশ !

সুবাসিনী—বল তোমার Combination কি ?

অব্যয়—(ভয়ে ভয়ে) Phylosophy and History.

সুবাসিনী—Phylosophyর কি বই পড়েছ ? Mill পড়েছ ?

অব্যয়—না।

সুবাসিনী—Bentham ?

অব্যয়—না।

সুবাসিনী—Spencer ?

অব্যয়—না।

সুবাসিনী—Kant, Hegel, Huxley.

অব্যয়—না। তবে আমাদের বইতে ও নামগুলির উল্লেখ আছে—

সুবাসিনী—চমৎকার ! এদের কার কি View বল্‌তে পার ? এরা কে কোন Schoolএর Phylosopher ?

অব্যয়—তা'তো সব মনে নেই।

সুবাসিনী—আজকাল ফ্রয়েডের Psycho—analysis নিয়ে যে আলোচনা চল্‌ছে—সে সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখ ?

অব্যয়—না।

সুবাসিনী—তোমার পরীক্ষা কবে ?

অব্যয়—মার্চ্চ মাসে।

সুবাসিনী—আর আজ ডিসেম্বর মাসে তুমি বেরিয়েছ—স্ত্রীশিক্ষার mission নিয়ে—কি আশ্চর্য্য ! শোন—পরশু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—এ তিন দিন তুমি এখানেই থাক্‌বে। বিয়ের পর বাড়ীতে গিয়ে তোমার বই নিয়ে আস্‌বে। আমি তোমাকে Phylosophy পড়িয়ে দেব—আর দিনের বেলায় বাবার কাছে—History & English Literature পড়বে।

অব্যয়—তোমার বাবা যে গাঁজা খান !

সুবাসিনী—সে তাঁর ইচ্ছে। গাঁজা খেলেও তিনি একজন মস্ত Scholar. সেকেলে Graduate & he always stood first ! (অব্যয় হাতের বই খুলিয়া অন্যমনস্ক হইতেছিল।) ও 'তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে' আর কাজ নেই ! (বইখানা ছুড়িয়া ফেলিল) এ তিন দিন তুমি এই বইখানা পড়—আমি আসি—

অব্যয়—(হাতে করিয়া) কি বই ?—Duties of a Married Life ?

সুবাসিনী—(দরজা হইতে তালাচাবি দেখাইয়া) yes, under lock & key !

———

পঞ্চম দৃশ্য

অনন্তের গৃহ

অনন্তের এপার্শ্বে একটী সধবা ওপার্শ্বে একটি বিধবা

অনন্ত—কি আশ্চর্য্য ! বিধবা স্ত্রীও গহনা পরবে ?

বিধবা—বিয়ে করেছ তবুও আমি বিধবা থাকবো কেন ?

সধবা—দেখ, ওকে যদি একছড়া হার পরিয়ে দাও, তা'হলে আমাকে দিতে হবে দু'ছড়া।

বিধবা—কেনরে পোড়ামুখী ?

সধবা—মানুষকে যে তুই মুখ দেখাস্—এই তোর ঢের—তার উপর আবার গয়না পর্‌বার সখ কেন ? মরণ-আর-কি ! মুখে আগুন, মুখে আগুন !

বিধবা—মা দুর্গা, মা কালী করুন, তুই যেন আজই বিধবা হোস্—তোর সিঁথির সিন্দুর যেন মুছে যায়—হাতের নোয়া যেন খসে যায়।

অনন্ত—আচ্ছা বিধবা-বৌ ! ওটা তোমার কিরকম গালাগাল হ'ল ? আমি না মরলে ও বিধবা হবে কি করে ?

বিধবা—তুমি বেঁচে থাক্‌তে—আমাকেই বা সবাই বিধবা-বৌ ব'লে ডাক্‌বে কেন ?

(একদিক দিয়া বিধবা-বৌয়ের সধবা-মা এবং অন্যদিক দিয়া সধবা বৌয়ের বিধবা-মা আসিয়া—পরস্পরের মেয়ের কাছে দাঁড়াইলেন।)

বিধবা-মা—দেখ বাছা! আমার আর কেউ নেই—এই একটী মেয়ে। তাকে যে তুমি এত দুঃখ দেবে—সে আমি কিছুতেই সহ্য করবো না!

সধবা-মা—দেখ বাছা আমারও আর নেই—এই একটী মেয়ে—আটবছর বয়সে বিধবা হয়েছিল—কত দুঃখ পেয়েছে—। একটু সুখের মুখ দেখ্‌বে ব'লেই তো তোমার হাতে দিয়েছি। তাকে যে তুমি এত দুঃখ দেবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। (কাঁদিলেন।)

অনন্ত—আপনার মেয়েকে তো আমি কোন দুঃখ দিই নি?

সধবা-মা—বিয়ে করেছ তবু একখানা থান-কাপড় পরিয়ে রেখেছ—শুনতে পাই—একবেলা হবিষ্যি করাচ্ছো—মাছ খেতে দাও না—মেয়েমানুষের খাওয়া-পরাই তো সুখ?

বিধবা-মা—বিধবা-মেয়েকে মাছ খাওয়াবি, বল্‌তে লজ্জা করে না? গলায় দড়ি—গলায় দড়ি!

সধবা-মা—অত অহঙ্কার ভাল নয়—ভাল নয়! তুই বিধবা হয়েছিস্‌ ব'লে তোর জামাই চিরদিন বেঁচে থাক্‌বে না—

বিধবা-মা—তুই সধবা রয়েছিস্‌ ব'লে—তোর বিধবা-মেয়েকেও জোর করে সধবা সাজাবি নাকি? বলে—"ইয়ে নেই তা আছে—তেল নেই সাঁতলাবার ঘটা আছে!"

সধবা-মা—ওরে কালামুখী—!

বিধবা-মা—ওরে রাঙামুখী—!

অনন্ত—(করজোড়ে—ঊর্দ্ধমুখে)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ঝগড়া-রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু গহনা-রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ !

(নেপথ্যে)—অনন্ত বাড়ীতে আছ ?

(সকলে প্রস্থান)

অনন্ত—আপনারা দয়া করে একটু ভিতরে যান—আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুরা আস্‌ছেন—এস অব্যয়, এস অনাদি—শরীর-গতিক ভাল আছ তো ? আমি তো ভাই বড়ই বিপদে পড়িছি—

(উভয়ের প্রবেশ)

উভয়ে—কি বিপদ—কিসের বিপদ ?

অনন্ত—জানতো আমার যে কথা সেই কাজ। দুইটি বিবাহই করেছি—একটি সধবা আর একটি বিধবা। এখন সধবা স্ত্রীর দাবী হচ্ছে—বিধবা-স্ত্রী যদি একখানা গহনা পরেন—তা'হলে তিনি পরবেন দু'খানা—যেহেতু তিনি সধবা। পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি—এখন উপায় কি বলতো ?

অব্যয়—তা'হলে দুটি বিবাহের রোকটা একটু কমেছে ? কি বল ? তারপর, অনাদি ! তোমার অবস্থা কি ? তুমি তো মোটে বিবাহই করবে না বলেছিলে।

অনাদি—আর সে দুঃখের কথা কি শুনবে ভায়া ! মা-জননীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছি।

অনন্ত—তারপর ?

অনাদি—তারপর আর কি ? প্রত্যহই শুনি তিনি গর্ভবতী ! শরীরে তো ক'খানা হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপতে কাঁপ্‌তে যেই লেপমুড়ি দেওয়া, আর অমনি

শুনি তিনি গর্ভবতী ! এদিকে আমার agriculture চল্‌ছে—মাঠে মাঠেই থাকৃতে হয়। ধান বুনে, ঘাস কেটেই ফসলের সখ মেটাচ্ছি। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে এসে দেখি—রান্না নেই, খাওয়া নেই—তিনি শুয়ে আছেন—কারণ তিনি গর্ভবতী। দেখো অনন্ত ! How fertile my wife is, than the soil I am toiling on. Irony of fate indeed !

অনন্ত—ডাক্তার দেখিয়েছ ? কাঁপিয়ে জ্বর আসে বল্‌ছ যখন, তখন ওটা pregnancy না হয়ে Spleen enlargementও হতে পারে ?

অনাদি—পরীক্ষে আর কি করবো ছাই—এরি মধ্যে—হঠাৎ এক-দিন মাঠ থেকে ফিরে শুনি—আতুড় ঘরে ট্যাঁ ট্যাঁ ! দেখি—এতটুকু ইন্দুরের ছানার মত কি একটা কোলে করে ব'সে আছেন তিনি !

অব্যয়—ছেলে না মেয়ে ?

অনাদি—তা' কি করে জান্‌বো বল ? আতুড় ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে সে তো আর বাইরে এল না ? দশ দিনের মধ্যেই—

অব্যয়—তাই নাকি ? আহাহা ! এর মধ্যেই একটা শোক পেলে ?

অনাদি—ঐ একটা শোক পেলেও তো ক্ষাত ছিল না অব্যয় ! ছ'মাস যেতে না যেতেই আবার শুনি—তিনি গর্ভবতী ! শোন অনন্ত ! তোমার মতটাই ঠিক ! প্রত্যেকের দুটি ক'রে সংসার থাকা উচিত—একটী সধবা, আর একটি বিধবা !

অনন্ত—রক্ষে কর ! সে যে কি সুখ তা আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝ্‌তে পারছি ! শোন অব্যয় ! তোমার মতটাই ঠিক্—স্ত্রী শিক্ষা চাই !. অশিক্ষিতা স্ত্রী বিয়ে করলে—প্রাণ বেরিয়ে যাবে—

অব্যয়—নাকে খৎ! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কেবল—right turn—left turn, stand-at-ease, sit down—stand up! প্রাণ বেরিয়ে গেল ভায়া, আর তো পেরে উঠিনে।

অনন্ত—এমন Drill-master কোথায় পেলে?

অব্যয়—সে কেলেঙ্কারীর কথা আর কি বলব ভায়া! অপরূপ ভট্টাচার্য্য বলে সেই পাড়াগেয়ে লোকটির কথা মনে পড়ে? তিনি একজন—সেকালে Graduate of the Calcutta University.

অনাদি—বলিস্ কি?

অনন্ত—হতেই পারে না—সে তো একটা গাঁজাখোর!

অব্যয়—ওরে বাপরে—অমন ফক্কোড় লোক—এই দুনিয়ায় দুটি নেই! তোমরা দু'জনেই তো চলে এলে—ভদ্রলোক আমার হাতধরে টান্তে টান্তে নিয়ে গেল তার বাড়িতে—তার মেয়েটীকে একটু লেখাপড়া শিখাতে হবে। মেয়েটীকে দেখেই মনে হল—যেন কোথায় দেখিছি-দেখিছি!

অনাদি—কোথায় দেখিছিস্?

অব্যয়—আরে—আমি ঐ ভট্চায্যি মহাশয়ের শালার শালা—মেয়েটী আমার বড় দিদির ভাগ্নী! দিদির বাড়ীতে মেয়েটীকে আমি দেখেছি মনে হ'ল, কিন্তু আমার ভগ্নিপতির ভগ্নিপতিকে তো কোন দিন দেখিনি! তাই ঠিক বুঝ্তে পার্লাম না।

অনন্ত—মেয়েটাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেই তো লেঠা চুকে যেত!

অব্যয়—ওরে বাপ্রে—সে মেয়ে তার বাপের বাবা! বাড়ীতে

বি, এ, Standard পর্য্যন্ত পড়েছে—কিন্তু আমাকে এসে বল্‌লে সে পড়ে বোধোদয়। আমি তো গম্ভীর ভাবে পড়াতে বস্‌লাম—"তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়।"

উভয়ে—(হাসিয়া) তারপর! তারপর?

অব্যয়—তারপর বুঝ্‌তেই তো পারছো! ঐ রকম ফক্কোড় বাপের মেয়ে—তাতে আবার Higher এডুকেশন পেয়েছে—তিন দিনের দিন আমার অবস্থা একেবারেই কাহিল ক'রে তুল্‌লো—উল্টে কচু ধরলো গলা! তখন, ত্রাহি মাং মধুসূদনম্।

উভয়ে—(হাসিয়া) তারপর, তারপব?

অব্যয়—তারপর Duties of a Married Life under lock & key!

অনন্ত—তার মানে?

অব্যয়—তার মানে হচ্ছে—তৃতীয় দিন এই রামছাগলের কানটা ধরে ছাঁদনা তলায় নিয়ে কম্বল বোনা সুরু হল!

অনন্ত—এখন বোধ হয় বেশ আছিস্!

অব্যয়—চমৎকার! ছোটবেলার সেই পাঠশালের গুরুমশায়ের কথা মনে পড়ে? দেখ্‌লেই পিলে চ'মকে যেত? তুই তো একদিন কাপড় নষ্ট করে ফেলেছিলি অনাদি! মনে নেই?

অনাদি—অবস্থাটা কি তেমনিই দাঁড়িয়েছে?

অব্যয়—তার চেয়ে বেশী। এই নাকে খৎ দিচ্ছি—কেউ যেন শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে না করে, বিশেষভাবে, ঐ অপরূপ ভট্টচার্য্যের বড় মেয়েকে!

অনন্ত—তার বিয়ে তো হয়েই গেছে—তোর সঙ্গে—

অব্যয়—বলা যায় না—অনন্ত! সে যেরূপ শিক্ষিতা, তাতে আর একটা বিয়েও করতে পারে!

(অপরূপের প্রবেশ)

অপরূপ—এই যে বাবাজিরা সবাই এখানে—

(সকলে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল)।

ভাল আছ? ভাল আছ?

অনন্ত—আজ্ঞে। আপনি নাকি আমাদের অব্যয়ের শ্বশুর হয়েছেন?

অপরূপ—(হাসিয়া) প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনাদি—এখন কলকাতায় কি মনে ক'রে?

অপরূপ—জামাতা-বাবাজি নাকি আমার মেয়ের কাছে লিখেছেন —তাঁর ভয়ানক অসুখ! আমি বুঝেছিলাম কিছু নয়, তবু মেয়েটা তো ছাড়লে না, আস্‌তে হল। এসে শুন্‌লাম, বাবাজি এখানে—

অনন্ত—আপনার কন্যাও কি এসেছেন?

অপরূপ—হ্যাঁ, ঐ তো ওখানে দাঁড়িয়ে—

অনন্ত ও অনাদি—আসুন, অসুন, ভিতরে আসুন—

অব্যয়—দফা সেরেছে!

(সুবাসিনী প্রবেশ করিয়া অব্যয়ের কাছে গেল)

সুবাসিনী—তোমার কি অসুখ?

অব্যয়—তেমন কিছুই নয় একটা Influenzaর attack হয়েছিল।

সুবাসিনী—Influenzaর attack? তাই বুঝি একটা পাতলা সার্ট গায়ে দিয়ে সন্ধ্যার পর হাওয়া খেতে বেরিয়েছ?

অব্যয়—(অনন্তকে ইঙ্গিত করিয়া) আরে ও অনন্ত! অনন্ত! তোর ওভার-কোট্‌টা—শীগ্‌গীর! শীগ্‌গীর! আরে শীগ্‌গীর দে—

(অনন্ত কোট খুলিয়া দিল অব্যয় গায়ে দিল।)

অপরূপ—তা'হলে বাবাজিকে একটা পাখাও এনে দাও—নইলে এই গরমের দিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে!

সুবাসিনী—কেন বাবা! Influenza হয়েছে যে!

অপরূপ—আমি বলছি—কিছুই হয় নি। আত্মীয়-স্বজনকে ব্যস্ত করবার জন্যে পাঠ্যাবস্থায় ছেলেদের ওটা একটা খেয়াল? সত্যি বলতো বাবাজি! তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

অব্যয়—না, না, তেমন কিছুই নয়, তবে এই গলাটা একটু খুস্-খুস্ করছিল—

অপরূপ—ঐ শোন্—

সুবাসিনী—এরূপ মিথ্যে কথা কেন লিখছিলে তবে? আমাকে এতখানি trouble দিলে কেন? বল?

অনন্ত—আপনার আগমনে আমরা বড়ই প্রীত হয়েছি! দেখা-সাক্ষাৎ হল, অব্যয় আমাদের বাল্যবন্ধু।

সুবাসিনী—সেটা তো আরো অন্যায়। বিনা নিমন্ত্রণে আত্মীয়-স্বজনকে বন্ধুর বাড়িতে আসতে বাধা করাটা, খুব বুদ্ধির পরিচয় নয়।

অনন্ত—ও অনাদি! অব্যয়ের অবস্থা যে একেবারেই কাহিল দেখ্‌তে পাচ্ছি—　　(ভিতরে কান্নার সুর।)

অনাদি—তোমার অবস্থাও তো তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। কান পেতে শোন—বাড়ির ভেতর কান্নাকাটি সুরু হয়েছে—

বিধবা-বৌ—(নেপথ্যে)—ওগো মাগো! কোথায় যাব গো! আমার কি হবে গো! (কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবা স্ত্রীর প্রবেশ।)

অনন্ত—চুপ্ কর, চুপ্ কর, কি হয়েছে?

বিধবা-বৌ—তোমার সধবা-বৌয়ের বিধবা-মা একটা গেলাস মেরে আমার কপালটা কেটে দিয়েছে!

(বিধবা শ্বাশুড়ীর প্রবেশ।)

বিধবা শাশুড়ী—ও মাগী! আমার মেয়ের লাল-পেড়ে শাড়ীখানা কেন পরেছে?

অপরূপ—ও! এটী বুঝি বাবাজি তোমার বিধবা-বৌ?

(সুবাসিনী বিধবা বৌকে জড়াইয়া ধরিয়া রক্ত মুছাইয়া দিল।)

অনন্ত—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অপরূপ—আর ইনি—

অনন্ত—ইনি আমার সধবা-বৌয়ের বিধবা-মা!

অপরূপ—বাবাজি! ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছ তুমি, এমন রোকালো বিধবা-শাশুড়ী ঘরে থাক্‌তে—তাঁর একটা বিয়ের ব্যবস্থা না করেই, নিজে একটি পরের বিধবা-মেয়ে বিবাহ করলে কেন? হিংসা যে হতেই হবে—ওঁর সাম্‌নে মেয়ের বিধবা সতীন রাঙা-পেড়ে শাড়ী পর্‌বে কি করে? এযে ।৹ তান্ত অসহ্য!

অনন্ত—এখন আমার উপায় কি? আপনি পণ্ডিত লোক—আমাকে একটা সৎপরামর্শ দিন।

অপরূপ—পরামর্শের আবশ্যক—তোমাদের তিন জনেরি হয়েছে—সে আমি বুঝ্‌তে পারছি। মোটের উপব কথা কি বাবাজি! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। হঠাৎ কিছু Generalise করাটাই মূর্খতা! Every case should be treated as a particular, under general rules. পেটেণ্ট ওষুধে যদি রোগ সারতো, তা'হলে চিকিৎসকের দরকার হত না। এই কথাটা সব সময় মনে রেখো বাবাজি!

অনাদি—আপনি কি বলতে চান, বিধবা-বিবাহের দরকার নেই?

অপরূপ—নিশ্চয়ই আছে। যে বিধবা স্বামী সোহাগ চায়, তাব বিবাহ, নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। অন্য দিকে যে সধবা স্বামী সোহাগ চায় না—সধবা অবস্থাতেই বিধবার মত ব্রহ্মচারিণী থাকতে চায় তার সঙ্গে জোর করে বিবাহের সম্বন্ধ ঘটাতে নেই। সধবা আর বিধবা, মন নিয়ে কথা। বিধবাকে সৎশিক্ষা দিয়ে বিধবার পবিত্র মন গড়ে তুলতে পারলেই ভাল. না পারলে, তখনি বিবাহ দেওয়া উচিৎ! নইলেই অনাচার! অনাচারের চেয়ে বিবাহ ভাল? কি বল? বাবাজি অনন্ত! কিছু মনে ক'র না। আমার মনে হয়, তোমার এই শাশুড়ী-ঠাকরুণের বিবাহটা সত্বরই হওয়া উচিৎ! নইলে তোমার ঐ বিধবা স্ত্রীর প্রাণ বেরিয়ে যাবে—

বিধবা-শাশুড়ী—কেরে তুই মুখপোড়া মিন্‌সে? তোর মুখে আগুন—মুখে আগুন! (প্রস্থান)

অনন্ত—স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

অপরূপ—ভয়ানক মত। স্ত্রী-শিক্ষা বেজায় দরকার। তাইতো আমার মেয়েকে আমি ঘরে বসে লেখা পড়া শিখিয়েছি—এখন তোমরা বাজিয়ে নাও—তার বিদ্যে তোমাদের কারু চেয়ে কম কিনা?

অনাদি—কিন্তু আমাদের অব্যয় যে ভয়ানক বিপদে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

অপরূপ—তার মানে আর কিছুই নয়। শিক্ষার দিক দিয়ে আমার জামাতা বাবাজী আমার মেয়ের চেয়ে একটু খাটো পড়ে গেছেন। শিক্ষিত ছেলেরা অশিক্ষিত মেয়েকে যে ভাবে পেয়ে বসে—আমার সুশিক্ষিতা মেয়ে এই অল্প-শিক্ষিত জামাতা বাবাজীকেও ঠিক সেই ভাবেই পেয়ে বসেছে। তাঁকে একটু ঠেলে উঠ্‌তে হবে। স্কুল কলেজের শিক্ষা তো আর শিক্ষা নয়—ও কেবল শিক্ষার একটা প্রণালী দেখিয়ে দেওয়া। সেই কবে বি, এ, পাশ করেছি বাবাজী! আজও আমি নিয়মিত ভাবে লেখাপড়া করি—তোমরা একটা ডিগ্রী পেলেই পণ্ডিত হ'য়ে যাও!

অনন্ত—আপনি গাঁজা খান কেন?

অপরূপ—সবাই আমায় ঘৃণা করবে ব'লে! মানুষের কাছে ঘৃণা আর উপেক্ষার ব্যবহারটা আমার বড্ড ভাল লাগে—। আমার ইচ্ছে করে, সবাই আমায় গেঁজেল বলে ডাকুক ঘৃণার চোখে দেখুক—গায় থুতু দিক—

অনাদি—কেন? তার কারণ কি?

অপরূপ—ঐ যে বল্‌লাম—আমার ইচ্ছে করে। তোমাদের ইচ্ছে করে আমাকে সবাই পণ্ডিত বলে প্রণাম করুক—সুপুরুষ ব'লে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকুক। এর কারণ কি বলতে পার?

অনাদি—তা-হলে কি আমরাও গাঁজা খেতে শিখবো? কি বলেন?

অপরূপ—না এখন না। দশটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করলেই শিখতে আরম্ভ করবে। এই বাংলাদেশে এগারটী মেয়ের বাবা যদি দৈনিক দুভরি গাঁজা না খায়—তাহলে তার heart fail করবে।

অনন্ত—আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহ'লে—?

অপরূপ—ভয়ানক কর্ত্তব্য। যা কিছু ভাঙবে গড়বে তোমরাই—আমরা আর ক'দিন তবে বাবাজীরা একটী অনুরোধ করি—Sincere হও—অন্ততঃ নিজের কাছে! নিজের একটা দুর্ব্বলতাকে ঢেকে রেখে সবলের অভিনয় করতে গেলেই ঠকতে হয়। তোমরা তাই করতে গিয়েছ, তাই ঠকেছ। আয় মা সুবাসিনী! আমরা যাই।

(সুবাসিনীর হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

তিনজনেই—আমরা আপনার সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছি—মাপ করুন।

অপরূপ—আরে না, না, আমি গেঁজেল—কেউ আমার পায়ের ধুলো নিলে আমার ভারি কষ্ট হয়।

যবনিকা